118

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 2 0 MAR 1998 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... 7 ...

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড

সার্টিফিকেট তুলতে প্রচণ্ড ভিড় আদায় হচ্ছে অতিরিক্ত টাকা

॥ নূরুর রহমান ॥

কুমিল্লা ঃ প্রভিশনাল সার্টিফিকেট (পিসি) তোলার জন্য কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে প্রতিদিন হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী ভিড় করছে। এতে তাদের ভোগান্তি বাড়লেও কপাল খুলেছে বোর্ডের কিছু কর্মচারী এবং স্থানীয় দালালের। তারা দ্রুত পিসি পাইয়ে দেয়ার নিশ্চয়তা দিয়ে জনপ্রতি আদায় করছে ১শ' থেকে ১ হাজার টাকা। জরুরি ভিত্তিতে পিসি'র জন্য বোর্ডের নির্ধারিত ফি ৮৫ টাকা।

গতকাল বৃহস্পতিবার বোর্ডে গিয়ে দেখা গেছে শ' পাঁচেক ছাত্রছাত্রী অপেক্ষা করছে পিসি'র জন্য। তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায়ে ব্যস্ত স্থানীয় দালাল ও বোর্ডের কিছু কর্মচারী। এক কর্মচারী জানালেন, আজ তার আয় হয়েছে ৩ হাজার টাকা। এক ছাত্র জানাল, আজকের মধ্যে পিসি পেতে সে অতিরিক্ত ৩শ' টাকা দিয়েছে। পিসি'র জন্য এই ভিড়ের কারণ হচ্ছে নোয়াখালী, চাঁদপুর, সিলেট, হবিগঞ্জের সরকারি কলেজগুলো এবার ডিগ্রি ও অনার্স শ্রেণীতে ভর্তির জন্য পিসি চেয়েছে। কারণ হচ্ছেঃ আগে অনেক ছাত্র জাল মার্কশিট দিয়ে ভর্তি হয়েছিল। এবার এই জালিয়াতি এড়াতে কলেজগুলো ভর্তির সময় পিসি চেয়েছে।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, গত এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন পিসি'র জন্য গড়ে ৫শ' আবেদন জমা পড়ছে। পিসি লেখার দায়িত্ব সনদ শাখার। এই শাখায় সনদ লেখা আছেন ৫ জন। বাড়তি এই চাপ সামলানোর জন্য এই ৫ জন যথেষ্ট না হওয়ায় অতিরিক্ত আরো ৪ জন সনদ লেখক নিয়োগ করা হয়েছে। এরপরও রাত ১০টা পর্যন্ত লিখে শেষ করা যাচ্ছে না। কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে সহকারী পদে ৭০টি পদ খালি রয়েছে। লোক স্বল্পতায় দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে এখন ছাত্রছাত্রীরা।

৮শ' ভুয়া মার্কশিট

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড ১৯৯৬ সালের এসএসসি'র ৮শ' ভুয়া মার্কশিট শনাক্ত করেছে। এই প্রথমবারের মত কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের মার্কশিট যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। যাচাইয়ের পর ৮শ' মার্কশিট জাল পাওয়া যায়। শিক্ষা বোর্ড এইসব ছাত্রছাত্রীর এসএসসি পরীক্ষা এবং রেজিস্ট্রেশন বাতিল করেছে।